গাংনী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আহম্মেদ আলীর সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

গাংনী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আহম্মেদ আলীর সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, আর টিভি’র জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম।

এসময় উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ গাংনী প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনার রিফাত হত্যা : সাজাপ্রাপ্ত ৩ আসামির জামিন

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক সাজাপ্রাপ্ত তিন আসামির জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দিয়েছেন

হাইকোর্ট। সোমবার (১৮ জানুয়ারি) সকালে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এর আগে ২০২০ সালের ২৭ অক্টোবর রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান। রায়ে ৬ আসামিকে ১০ বছর করে, ৪ আসামিকে ৫ বছর করে এবং ১ আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। বাকি ৩ আসামিকে খালাস দেন আদালত।

এ ছাড়া এ মামলায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা ও জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকাসহ ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে প্রকাশ্যে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনায় পরদিন রিফাত শরীফের বাবা আবদুল হালিম শরীফ বাদী হয়ে বরগুনা থানায় ১২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন। রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি ছিলেন এ মামলার প্রধান সাক্ষী।

এ মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহম্মেদ ওরফে নয়ন বন্ড ওই বছরের ২ জুলাই পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। ১ সেপ্টেম্বর মামলায় ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুভাগে বিভক্ত করে আদালতে পৃথক দুটি অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্টের ত্রাণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দ্যোগে অসহায়-দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ ও শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ চত্বরে অসহায়-দুস্থ মানুষের মাঝে এই ত্রাণ ও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল উপস্থিত থেকে ৫০০ পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী এবং ৩০০ পরিবারকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ।

এ সময় সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খন্দকার একরামুল হক, মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্টের সদস্য আব্দুর রব বিশ্বাস, যুব রেড ক্রিসেন্টের যুব প্রধান খন্দকার সামসুজোহা সোহাগ প্রমুখ।

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু সেরামের

বাংলাদেশে ভ্যাকসিন পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা উদ্ভাবিত করোনাভাইরাস প্রতিরোধী ভ্যাকসিন ‘কোভিশিল্ড’ বাংলাদেশে পাঠাবে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রথম চালানে যে ভ্যাকসিন পাঠানো হবে তার জন্য এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভারতের সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠানো হয়েছে। এরপর আরও কিছু প্রক্রিয়া শেষে ইন্ডিয়া কাস্টমসে যাবে কাগজপত্র।

এদিকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে দ্বিতীয় ধাপের টাকা ছাড় করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর প্রস্তুত হয়ে আছে ওই টিকা দেশে এসে পৌঁছার পর সেগুলোর ব্যাচভিত্তিক যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে আরেক দফা ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য। ছাড়পত্র দেওয়ার পরই মূলত এই টিকা ব্যবহার করা যাবে।

সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সেরামে পৌঁছানোর পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এরপর

থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। সেদিক থেকে বাংলাদেশে ২৫ জানুয়ারি টিকা পাঠানোর যে কথা রয়েছে তা আরও এগিয়েও আসতে পারে। অর্থাৎ তার আগে যেকোনও দিন অল্প পরিমাণে হলেও বাংলাদেশে করোনার টিকা আসতে পারে। ২৫-২৬ জানুয়ারি বড় চালান আসার প্রস্তুতিও রয়েছে। সেজন্য নিয়মিত ফ্লাইটের পাশাপাশি বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে ওই সূত্র থেকে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার বিকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে করোনাভাইরাসের টিকা প্রয়োগ ও বিতরণ সংক্রান্ত এক বৈঠকে জানানো হয়, দেশে একসঙ্গে ১৪-১৫ কোটি ডোজ টিকা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতেই করোনার টিকা দেওয়া হবে। জেলা পর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালে সংরক্ষিত কোল্ড রুমে প্রায় চার লাখ ২৫ হাজার ডোজ টিকা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি হাসপাতালে ৫-১০টি আইস ফ্রিজার আছে, যেখানে অন্তত ৭১ হাজার ডোজ টিকা রাখা যাবে।

তবে জেলা পর্যায়ের অনেক স্টোর যথাযথভাবে এখনও প্রস্তুত করা হয়নি। গত শনিবার স্বাস্থ্যসচিব মো. আব্দুল মান্নান ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ বি এম খুরশীদ আলম গাজীপুর মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে টিকা ব্যবস্থাপনাও ঘুরে দেখেন। এ সময় তারা কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বলেও জানায় ওই সময় উপস্থিত থাকা একাধিক সূত্র।

এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে সারাদেশে ৭ হাজার ৩৪৪টি টিম টিকা দেওয়ার কাজ করবে। প্রতিটি টিমে ছয়জন স্বাস্থ্যকর্মী থাকবে। এরই মধ্যে টিম প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘অক্সফোর্ডের টিকা আমদানি ও জরুরি ব্যবহারের অনুমতি আমরা আগেই দিয়েছি। এখন দেশে টিকা আনতে আর বাধা নেই। যখন দেশে টিকা আসবে তখন আমাদের কাছে আমদানিকারক চালানভিত্তিক ব্যাচের কাগজপত্র নিয়ে আসবে। সেগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখে যদি সব কিছু বিধি অনুসারে থাকে, তবে ওই টিকা দেশে ব্যবহারের জন্য আরেক ধাপের অনুমোদন দিয়ে দিব। এ জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।’

মহাপরিচালক আরও বলেন, ‘অক্সফোর্ড ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনও টিকা দেশে আনার আবেদন আমাদের কাছে জমা নেই। তবে ট্রায়ালের জন্য বিএমআরসিতে (বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ) ভারত, চীন ও

বাংলাদেশের তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র জমা পড়েছে বলে জানি।’

সেরাম থেকে অক্সফোর্ডের টিকা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা গত সপ্তাহের শেষ দিকে জানান, বিমানবন্দর থেকে টিকা নামানোর পর অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করে টিকা তাদের নিজস্ব সংরক্ষণাগারে নেওয়া হবে। এরপর তারা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে তা বুঝিয়ে দেবেন। তবে সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে বেক্সিমকো তাদের নিজস্ব বিশেষায়িত পরিবহনের মাধ্যমে জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য বিভাগের স্টোরে টিকা পৌঁছে দেবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (টিকা) ডা. সামসুল হক বলেন, ‘এখন আমাদের অপেক্ষা কেবল টিকা দেশে এসে পৌঁছানোর। এরপর বেক্সিমকো ফার্মার নিজস্ব পরিবহনে তালিকাভুক্ত এলাকায় সির্ভিল সার্জনদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হবে।’সূত্র: কালের কণ্ঠ

বছরের প্রথম সংসদ অধিবেশন আজ, ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি

জাতীয় সংসদের নতুন বছরের প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ। এটি হচ্ছে একাদশ সংসদের একাদশ অধিবেশন। করোনা মহামারীর কারণে এবারও অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হবে। বছরের প্রথম অধিবেশন হিসেবে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ভাষণ দেবেন। খবর বাসসের।

সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৩০ ডিসেম্বর এ অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুমোদন করা হয়েছে। ভাষণে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছাড়া এ অধিবেশনে বেশ কটি বিল উত্থাপন ও পাস হতে পারে। এবারও সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রথম দিন গণমাধ্যমকর্মীরা সংসদ অধিবেশনে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে

পারবেন। বাকি কার্যদিবস সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে অধিবেশনের খবর সংগ্রহ করতে হবে। বছরের প্রথম অধিবেশনের মেয়াদ সাধারণত দীর্ঘ হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু করোনাকালে তাও সংক্ষিপ্ত করা হবে। সে হিসেবে এবার অধিবেশন ১০ থেকে ১২ কার্যদিবস চলতে পারে বলে সংসদ সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে।

এর আগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়ে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ কার্যদিবস চলে। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে গত ৯ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস বিশেষ অধিবেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ওই অধিবেশনে মোট ৯টি সরকারি বিল পাস করা হয়।

এ যেন মরণ ফাঁদ!

এম এফ রুপক
মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের দারিয়াপুর জামে মসজিদের সামনে মরণ ফাঁদ হয়ে দাড়িছে শতবর্ষি কড়ই গাছ। প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশে প্রায় ১০ ফিট পর্যন্ত রাস্তার উপর দাড়িয়ে আছে গাছটি। ইতিমধ্যে ঐ স্থানে বেশ কিছু সড়ক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও গাছটি অপসারনের কোন ব্যবস্থা করেনি কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও মুবিজনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজের উত্তর পাশে রয়েছে আরও একটি কড়ই গাছ। এটিও চলচলে ব্যাপক বাধার কারন হয়ে দাড়িয়েছে। গাছ গুলোতে শুকনো ডাল রয়েছে বেশ। যে কোন সময় ভেঙে পড়ে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন তথ্য অফিসের দায়িত্বে থাকা আশরাফুল ইসলাম জানান, রাস্তার উপর গাছ গুলো অত্যন্ত বিপদজনক। গাছের কারনে রাস্তা ছোট হয়ে গেছে। ছোট খাট দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ঘটেছে।

একই গ্রামের শিক্ষক তৌহিদুজ্জামান বলেন, মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য গাছ গুলো অবশ্যই অপসারণ করা উচিত। সরকার কোটি টাকা খরচ করে প্রসস্থ রাস্তা নির্মান করেছে। অথচ সামান্য কারনে চলাচলে বাঁধা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে বলেন, রাস্তার উপর গাছ অপসারণের জন্য আমাদের একটি প্রকল্প ছিল। এই প্রকল্পে এটি এড়িয়ে যেতে পারে। তারপরও আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, গাছটির প্রকৃত মালিক জেলা পরিষদ। আমরা জনগনের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য জেলা পরিষদকে লিখিতভাবে অবহিত করবো। গাছ অপসারনের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সামাজিক বন বিভাগ মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ জানান, গাছের মালিক যে প্রতিষ্ঠান। তারা সঠিক প্রক্রিয়ায় আবেদন করলে গাছ অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাছ অপসারনের বিষয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, জেলা পরিষদ চাইলেও গাছ গুলো অপসারণ করতে পারে না। এটির জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। আমাদেরকে লিখিতভাবে জানালে, আমরা জেলা প্রশাসকের উন্নয়নসভায় বিষয়টি উপস্থাপন করবো।

প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে মারপিট, থানায় অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গতকাল রবিবার স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৫টার দিকে হলুদপট্রির আজিরণ মোড়ে ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের শাখাওয়াত হোসের মেয়ে ১০শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া খাতুনকে দীর্ঘদিন যাবৎ একই গ্রামের স্ট্রেয়ারিং গাড়ি চালক মিন্টুর ছেলে

মারুফ প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসে।

তার প্রেমে সাড়া দেয়নি স্কুল ছাত্রী সুরাইয়া খাতুন। এরই সূত্র ধরে গতকাল রবিবার আলমডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসা পাড়ার আশরাফুল স্যারের নিকট প্রাইভেট পড়ে বিকেল ৫ টার দিকে সুরাইয়া বাড়ি ফিরছিলো।

বখাটে মারুফ পৌর এলাকার হলুদপট্রির আজিরণ মোড়ে অবস্থান করছিলো। সুরাইয়া আজিরণ মোড়ে পৌঁছালে মারুফ তার স্কুল ব্যাগ টানাহেঁচড়া করতে থাকে। সে প্রতিবাদ করলে স্কুলছাত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে। এই ঘটনায় স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে মারুফের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।

সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে মারুফের পরিবার। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আপোশ-মীমাংসের চেস্টা চলছিলো।

মুজিবনগরে মাদক মামলার পলাতক আসামি আটক

মেহেরপুর মুজিবনগরে মাদক মামলার পলাতক আসামি দুলাল মল্লিক ধুলো
(৪৫) কে আটক করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক দুলাল মল্লিক একই গ্রামের মৃত হোসেন মল্লিকের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি বিষটি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থেকে মাদক মামলার পলাতক আসামি দুলাল মল্লিক কে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা আছে যার নম্বর ৫।

আলমডাঙ্গা পৌর ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আলাল উদ্দীনের মনোনয়ন পত্র জমা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে নমিনেশন জমা দিলেন আলাল উদ্দিন।

গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের উপস্থিতির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ নমিনেশন পত্র জমা দেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এ,এজি,এম মোস্তফা ফেরদৌস এর নিকট।

কাউন্সিলর প্রার্থী আলাল উদ্দিন বলেন, বিগত আপনাদের ১ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করছি। ওয়ার্ডবাসীর সুবিধার্থে উন্নয়ন ও সেবায় সর্বদা নিয়জিত ছিলাম এবং আগামীতেও থাকবো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, স্টেশন পাড়া থেকে শাহীন, রোহান, অপু, আশরাফুল, মুন, শফিকুল, আবির, রোমিও, শাহীন, মামুন, রুবেল, রিজভী, থানাপাড়া ও মাঠপাড়ার হাসান, প্রকাশ, তপু, রাচেল, পিয়াস, জিয়া, বাঁধন, আলো, শাকিল শাওন, রনি, পল্লব, পাপ্পু, তৌফিক, তুষার, রোকন, সুরুজ, আলমগীর, মোমিন, অনিক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৪ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন মেয়র পদে ৪ জন, সংরক্ষিত আসনে ১৩ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৭ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল রোববার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত মেয়র পদে আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু, বিএনপির মীর মহিউদ্দিন, স্বতন্ত্র এম সবেদ আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু দলীয় অফিস থেকে নেতা কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন অফিসে যান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আতিয়ার রহমান, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, পৌর যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মহিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ভাইস চেয়ার এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর সভাপতি নয়ন সরকার, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক,

কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু ডাউকি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক শাহাবুল হক, উপজেলা আহবায়ক রেজাইল ইসলাম, কৃষকলীগ নেতা আজিজুল হক,বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন সোনাহার, মোজাম্মেল হক, আব্দুল গাফ্ফার, কৃষকলীগ নেতা সাহাবুল হক, সাজ্জাদুল হক স্বপন, মোনাউল্লাহ, প্রমুখ।

পরে নির্বাচন কর্মকর্তা এজিএম মোস্তফা ফেরদৌসের হাতে মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এদিকে, রবিবার বেলা ২ টার দিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মীর মহিউদ্দিন দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন অফিসে যান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, মীর ইসমাইল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সিরাজুল হক মনি, মাহাবুল মেম্বর, মহাসিন আলী, কনক, মীর উজ্জল, সামসুল হক, আয়ুব হোসেন, ইয়াকুব আলী, খাইরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।
পরে নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

অন্যদিকে, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাকচু, কোষাধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রিপন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, আব্দুল লতিফ প্রধান প্রমুখ।

অন্যদিকে বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী তার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আলহাহ্ব মীর আনিসুজ্জামান আনু মিয়া, মীর মনিরুজ্জামার, আলহাজ রফিকুল ইসলাম মুকুল, আলহাজ শহিদুল ইসলাম মন্ডল, সেকেন্দার আলী, উপজেলা জাসদের সভাপতি মোল্লা গোলাম সরোয়ার, সিদ্দিকুর রহমান, আনিস, মন্টু মিয়া।

প্রথম বারের মত ইভিএমে ভোট হচ্ছে। আলমডাঙ্গা পৌরসভার, নির্বাচন কমিশনার উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এজিএম মোস্তফা বলেন, ইভিএম পদ্ধতিতে কোন অনিয়ম হবার সুযোগ নেই। এটা একটা স্বচ্ছ নির্বাচন পদ্ধতি। সবাই সহজেই ভোট দিতে পারবেন।